দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 10 JUN 2012
পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

প্রচণ্ড গরমে অস্থির তৃষ্ণার্ত শিশু শিক্ষার্থীদের ক্লাস থেকে বের করে দেন শিক্ষকরা

অপরাধ : জুতা-মোজা না পরা

❑ স্টাফ রিপোর্টার

প্রচণ্ড দাবদাহের মধ্যে জুতা-মোজা না পরায় শিক্ষার্থীদের ক্লাস থেকে বের করে দিয়েছে যাত্রাবাড়ী থানাধীন এ কে উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। প্রায় দেড় শতাধিক শিক্ষার্থীকে শ্রেণীকক্ষ থেকে বের করে দিয়েছে। গ্রীষ্মের ছুটি শেষে গতকাল শনিবার প্রথম দিনে শিক্ষকদের এহেন আচরণে ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা। অভিভাবকরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, কোমলমতি শিশুদের ক্লাস থেকে বের করে দেয়ার আগে গরমের কথা চিন্তা করে শিক্ষকদের মানবিক দিকটা বিবেচনায় আনা উচিত ছিল।

একজন পৃঃ১২ কঃ৩

প্রচণ্ড গরমে অস্থির তৃষ্ণার্ত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অভিভাবক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, একদিকে নিয়মকানুনের দোহাই দিয়ে বাচ্চাদের ক্লাস থেকে বের করে দেয়া হচ্ছে। অন্যদিকে শিক্ষামন্ত্রণালয়কে পাশ কাটিয়ে কোচিং বাণিজ্য চলছে পুরোদমে। এ বিষয়ে ওই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়ার কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, প্রচণ্ড গরমের জন্য শিক্ষকরা এ কাজটি না করলেও পারতেন। তিনি বলেন, আমি সকালে কিছু সময়ের জন্য প্রতিষ্ঠানের নতুন ভবনে ছিলাম। পরে জরুরি কাজে বাইরে গেছি। সে জন্য বিষয়টি আমার জানা নেই।

জেসমিন আক্তার নামে এক অভিভাবক বলেন, সকাল থেকে প্রচণ্ড গরমের কারণে আমার বাচ্চা স্কুলের নির্ধারিত কেটস পরেনি। গরমে তার পা ও মাথা ক্রমাগত ঘামতে থাকে। অনেক শিক্ষার্থীই গরমের কারণে পায়ে স্যান্ডেল বা আরামদায়ক জুতা পরে এসেছে। অথচ কেটস না পরার অপরাধে সেসব শিক্ষার্থীদের ক্লাস থেকে বের করে দেয়া হয়েছে, যা সংখ্যা একশ'রও বেশি হবে। আব্দুস সালাম নামে এক অভিভাবক বলেন, আমরা শিক্ষকদের বিষয়টি বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানালে তারা আমাদের উপর ক্ষীপ্ত হয়ে দুর্ব্যবহার করতে দ্বিধাবোধ করেননি। আরেক অভিভাবক মেজবাহ উদ্দিন বলেন, বেশ কয়েকদিন ধরে তীব্র গরমে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে জনজীবন। গতকাল ঢাকায় ছিল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা। ওষ্ঠাগত গরমে কোমলমতি শিশুরা ছিল অস্থির ও তৃষ্ণার্ত। এ অবস্থায় স্কুল ইউনিফর্ম পরা থাকলেও বেশিরভাগ শিশুরা জুতা-মোজা পরেনি। এটাই ছিল তাদের অপরাধ। এ বিষয়টি শিক্ষকদের বুঝিয়ে বলা হলেও তারা কোন কথাই শুনতে চায়নি। এটা খুবই দুঃখজনক। শিক্ষকরা যদি শিক্ষার্থীদের কষ্টের কথা না বুঝতে চায় তাহলে সেই শিক্ষকরা কি শিক্ষা দিবে? মোহাম্মদ নামে এক অভিভাবক বলেন, গরমের মধ্যে শিক্ষকরা নিয়ম নিয়ে অনড় আছেন। অন্যদিকে, মন্ত্রণালয়কে পাশ কাটিয়ে এখানে বহু রকমের বাণিজ্য চলছে। হাজার হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি করার কারণে স্কুলে বা শ্রেণীকক্ষে সুষ্ঠু পরিবেশ নেই। বাধ্যতামূলক কোচিং, অতিরিক্ত ফি আদায় থেকে শুরু করে স্কুল পরিচালনায় বহু অনিয়মের কথা আমাদের জানা আছে। ওই অভিভাবক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, এই প্রতিষ্ঠানটি এখন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ফলাফলে শীর্ষ অবস্থান থেকে ক্রমেই পিছিয়ে পড়াই তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।